ভবঘুরে জীবের প্রেমে বিজ্ঞানের সাধকরা

মধুমিতা দত্ত

শিবপুরের বেসু ক্যাম্পাসে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো কেলো, ভুলো এবং আরও নাম না-জানাদের যত্নআত্তির দায়িত্ব নিচ্ছেন কর্তৃপক্ষ।

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটিতে (বেসু) তৈরি হতে চলেছে একটি বিশেষ সেল। ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়ানো প্রায় ১১৫টি কুকুরের দেখভালের দায়িত্বে থাকবে এই সেল।

ঘটনাচক্রে, এই সেল যাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সেই অধ্যাপক অভিজিৎ চক্রবর্তী বহুদিন ধরেই নিজের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়ানো কুকুরদের পরিচর্যা করেন। কিন্তু তাঁর উপরে এখন অন্য দায়িত্বও বর্তেছে। বেসুতে শিক্ষকতার পাশাপাশি অভিজিৎবাবু রাজ্য উচ্চশিক্ষা সংসদের ভাইস-চেয়ারম্যান। আগে নিজের উদ্যোগেই ক্যাম্পাসের কুকুরদের নির্বীজকরণ বা শুশ্রূষা করাতেন। একা একা সম্ভব নয় বলে ডেকে আনতেন কম্পাউন্ডার। সবই করতেন নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে। কিন্তু উচ্চশিক্ষা সংসদের কাজ সামলে এখন সপ্তাহে মাত্র দু'দিন তিনি আসতে পারেন বেসু ক্যাম্পাসে। তাই ক্যাম্পাসের কুকুরদের দেখভালের আর্জি জানিয়েছিলেন উপাচার্য অজয়কুমার রায়কে। উপাচার্য ওই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন। সেল তৈরি হয়েছে। সেলের মূল দায়িত্ব থাকবেন অভিজিৎবাবুই।

অভিজিৎবাবুর নিজের বাড়িতে আছে মোট ন'টি কুকুর। সবই রাস্তা থেকে তুলে আনা। তাদের যত্নের পাশাপাশি পাড়ার কুকুরদের দিকেও তাঁর সমান নজর। সল্টলেকের বাসিন্দা অভিজিৎবাবুর বাড়িতে প্রতিদিন রান্না হয় ২০ কেজি চাল আর ৫ কেজি মাংসের খিচুড়ি। নিজেই জানালেন, মোট পাঁচজনকে রাখা হয়েছে। যাঁরা প্রতিদিন সল্টলেকের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কুকুরদের ওই খিচুড়ি খাওয়ান। স্বভাবতই, কুকুর-প্রেমিক অভিজিৎবাবুর পক্ষে বেসু ক্যাম্পাসের কুকুরদের অযত্নে থাকাটা মেনে নেওয়া কঠিন। ক্যাম্পাসে আপাতত ক'টি কুকুর আছে, তাদের ক'টি পুরুষ আর ক'টি মেয়ে— সমস্ত হিসাব করে রেখেছেন অভিজিৎবাবু। বললেন, "ওদের অনেকে ভয় পায়। কিন্তু ওদের ঠিকঠাক দেখভাল করলে ওরা আমাদেরই সহায় হয়ে ওঠে।"

মাসকয়েক আগেই কিছুদিনের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অন্তর্বর্তী দায়িত্বে ছিলেন অভিজিৎবাবু। তখন পরিকল্পনা করেছিলেন, যাদবপুরেও একই ভাবে ভবঘুরে কুকুরদের দেখভালের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় আর করে উঠতে পারেননি। এ বার বেসুর ভবঘুরে কুকুরদের যত্ন নিয়ে তৎপর হয়েছেন।

বেসু-র উপাচার্য অজয়বাবুও অভিজিৎবাবুর ওই উদ্যোগে খুশি। আগামী সপ্তাহে এই বিষয়ে তিনি বৈঠক ডেকেছেন। অজয়বাবুর কথায়, "এ বিষয়ে অভিজিৎবাবুর পরামর্শ আমাদের খুব কাজে লাগবে।" শুধু কুকুরদের যত্নই নয়, উপাচার্যের আরও পরিকল্পনা আছে। শিবপুরে গঙ্গার ধারে গাছপালায় ভরা বেসু ক্যাম্পাসে অজস্র পাখির বাস। তাদের যত্নের কথাও ভাবছেন তিনি। কুকুরদের যত্নের জন্য ক্যাম্পাসে তিনি খোঁজ পেয়েছেন এক শিক্ষকের। কিন্তু পাখি নিয়ে আগ্রহ এবং মমতা দুটোই আছে এমন কারও হদিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যায়নি এখনও। আপাতত তেমনই একজনের খোঁজে উপাচার্য। খোঁজ পেলে, কে জানে, পাখিদের যত্নের জন্যও হয়ত বিশেষ সেল খোলা হবে বেসুতে। কে বলল, বিজ্ঞানীরা আবেগপ্রবণ হন না!